শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী জনগণ এক হও

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬

গণভোটে 'হ্যাঁ' ও 'তারা' মার্কায় ভোট দিন শাসনব্যবস্থা বদল করুন

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি'র ১০ দফা নির্বাচনী ইশতেহার

জেএসডি

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৬৫, শহীদ আবরার ফাহাদ এভিনিউ (৪র্থ তলা) গুলিস্থান, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গণভোটে হ্যাঁ ও
'তারা' মার্কায় ভোট দিন
শাসনব্যবস্থা বদল করুন
জেএসডির ১০ দফা নির্বাচনী ইশতেহার

প্রিয় দেশবাসী,
সংগ্রামী শুভেচ্ছা নেবেন।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল শোষণ, বৈষম্য ও উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ঘোষণা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও রাষ্ট্রের কাঠামো, শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে উপনিবেশিক মানসিকতা ও বৈষম্যের শেকড় রয়ে গেছে। ক্ষমতা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হয়েছে, রাষ্ট্র জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আর সাধারণ মানুষের মর্যাদা, মত প্রকাশ ও ভোটের অধিকার বারবার সংকুচিত হয়েছে। দলীয় স্বৈরাচার ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। এই বাস্তবতার বিরুদ্ধে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বীর সন্তানেরা জীবন বাজি রেখে, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটায়।

মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং উপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর সম্পূর্ণ বিলোপ। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতাই জন্ম দিয়েছে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের। এই গণঅভ্যুত্থান বৈষম্যবিরোধী সমাজ গঠন এবং জনগণের অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট ম্যান্ডেট। রাজপথে উৎসর্গকৃত প্রাণ, আহত শরীর ও কারাবন্দি কণ্ঠ একটাই ঘোষণা করেছে–বাংলার মানুষ আর বৈষম্য, অবিচার ও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র মেনে নেবে না। প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খান গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রের নয়া দর্শন উপস্থাপন করেন।

এই নতুন রাষ্ট্রদর্শনের মূল হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ অর্থাৎ জনগণ হবে সকল ক্ষমতার মূল উৎস এবং ক্ষমতার প্রতিটি স্তরে তাদের সক্রিয় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হবে। এতে প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামো ও ক্ষমতার বিন্যাস বা রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে বিকল্প রাজনীতি প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিকল্প কাঠামোই হলো 'অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র' অর্থাৎ প্রচলিত রাজনীতির পাশাপাশি জনগণ কেন্দ্রীক রাজনীতি যেখানে জনগণ গড়ে উঠবে

অনিবার্য রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে। এটি কেবল সরকার পরিবর্তন বা ক্ষমতা হস্তান্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং জনগণ নিজেদের প্রয়োজনে বিকল্প সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করবে।এই অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রই প্রচলিত দলকেন্দ্রিক সংকুচিত গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে ক্ষমতা জনগণের কাছে পৌঁছে দিবে এবং জনগণের সার্বভৌমত্বকে নিরঙ্কুশ করবে, ক্ষমতার বিনির্মাণে জনগণের ভূমিকাকে নিশ্চিত করবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গৃহীত জাতীয় সনদ জনগণের অধিকার, মর্যাদা ও সংস্কারকে রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রে স্থাপন করার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়। জাতীয় সনদকে সাংবিধানিক ভিত্তি প্রদানের জন্য গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন হলে ক্ষমতার ভারসাম্য, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, নারীর প্রতিনিধিত্বসহ নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হবে।

এই গণভোটে "হ্যাঁ" বলা মানে কেবল সংস্কারের পক্ষে ভোট নয়–এটি ক্ষমতাকে জনগণের হাতে দেওয়ার প্রক্রিয়া। জেএসডি মনে করে, গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট নয়, গণতন্ত্র মানে জনগণের ক্ষমতায়ন। তাই এই গণভোটে "হ্যাঁ" ভোট দিন। ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী বাংলাদেশকে সরকার বদলের মধ্যে আটকে না রেখে রাষ্ট্র সংস্কারের পথে এগিয়ে নিন। "হ্যাঁ" মানেই অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্রের পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। এই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন মানেই শহীদদের রক্তের ঋণ শোধের প্রক্রিয়া শুরু করা, আর এই প্রক্রিয়া থামিয়ে রাখা মানেই ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, রক্তাক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এটা এমন এক গণতন্ত্র, যেখানে শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক, নারী, পেশাজীবী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, প্রবাসী ও তরুণ সমাজ কেবল ভোটার নয়–নীতিনির্ধারক শক্তি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিনিধিত্ব হবে শ্রেণি ও পেশাভিত্তিক, ক্ষমতা হবে বিকেন্দ্রীকৃত, আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির ভিত্তিতে।

জেএসডি'র শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবনা সংস্কারের কোনো খণ্ডিত তালিকা নয়; এটি রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতির আমূল রূপান্তরের একটি রূপরেখা। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, ফেডারেল শাসনব্যবস্থা, স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ, নির্বাচিত স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার, অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সামাজিক ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা একটি নতুন সামাজিকচুক্তির প্রস্তাব করেছি। এই রূপরেখার লক্ষ্য একটাই–একটি বৈষম্যহীন, মানবিক ও গণমানুষের বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই–যেখানে শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না, যেখানে রাষ্ট্র বৈষম্য উৎপন্ন হতে দেবে না এবং যেখানে উন্নয়ন মানে কেবল অবকাঠামো বা পরিসংখ্যান হিসেবে বিবেচিত হবে না, বরং প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও বিকাশের সম্ভাবনা নিশ্চিত হবে।
এই ঘোষিত অঙ্গীকার পূরণে এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গৃহীত জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সংগ্রামে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি এক নিবেদিত কাফেলার নাম। সমাজ রূপান্তরের এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় আমরা দেশের গণতন্ত্রকামী, বৈষম্যবিরোধী ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছাত্র-যুবকসহ সকল নাগরিকের সক্রিয় সমর্থন আশা করি।

আমরা শুধুমাত্র ক্ষমতার পরিবর্তনে বিশ্বাসী নই, আমরা শাসনব্যবস্থার রূপান্তরে বিশ্বাসী।

আমাদের অঙ্গীকার: অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র: রাষ্ট্র পরিচালনায় কেবল রাজনৈতিক দল নয়, জনগণ তথা সকল সমাজশক্তির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা।

মর্যাদাপূর্ণ জীবন: প্রত্যেক নাগরিকের মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বৈষম্যহীন সমাজ: ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান নিরসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

আসুন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের রক্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে, উপনিবেশিক ও বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিলোপের পথে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং জাতীয় সনদ কার্যকর করতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি'র প্রার্থীদের 'তারা' মার্কায় ভোট দিন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডি এর ১০ দফা প্রস্তাবনা:

১. দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ

ক. নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন।

খ. উচ্চকক্ষ হবে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন–

১. শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী)

সমাজশক্তি দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।

২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য।

৩. ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য।

৪. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে)।

৫. প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি।

গ. উচ্চকক্ষের অধ্যক্ষ থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি।

ঘ. জাতীয় সংসদের (উভয় কক্ষ) মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

ঙ. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ১০ (দশ) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবে।

চ. সংবিধানে গণভোট পুনঃপ্রবর্তন করা।

২. অ) জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য সরকার গঠন

ক. প্রধান নির্বাহী হবেন প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।

খ. উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন নিকটতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে।

গ. প্রার্থী প্রত্যাহার' (recall) ব্যবস্থা থাকবে।

ঘ. আইন প্রণয়নের জন্য ১৫% ভোটারদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উদ্যোগ ব্যবস্থার (initiative) সুযোগ থাকতে হবে।।

ঙ. আস্থা/অনাস্থা (confidence/no-confidence) ভোট ব্যবস্থা থাকবে।

চ. কোনো কারণে জাতীয় সংসদের সদস্যপদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদ শূন্য হলে উপ-নির্বাচন (by-election)-এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থী দ্বারা তা পূরণ করতে হবে।

আ) নির্বাচনকালীন তত্ত্বধায়ক সরকার গঠন

ক. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় বা অদলীয় সদস্যের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করবেন।

খ. 'নির্বাচনকালীন তত্ত্বধায়ক সরকার'-এর অধীনে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গ. মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা থাকবে। 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার'র অধীনে থাকবে। 'উচ্চকক্ষে মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র জনগণের সরাসরি ভোটে অদলীয়ভাবে নির্বাচিত ৩ (তিন) জন সদস্য উচ্চকক্ষে থাকবে।

ঙ. প্রবাসীদের ভোটাধিকার থাকবে।

ই) উভয় কক্ষ থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন

ক. 'সংসদীয় কমিটি' জাতীয় সংসদের ক্ষুদ্র আকার হিসেবে পরিগণিত হবে।

খ. বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের মনোনয়ন 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

গ. সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সচিবগণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল অডিট কমিটি, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৩. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন

ক. 'নির্বাচন কমিশন' হবে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ ।

খ. কমিশনের সচিবালয় হবে নির্দলীয় এবং রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত।

গ. নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।

ঘ. নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন, আরপিও সংশোধন করে আরো যুগোপযোগী করা।

৪. অ) এককেন্দ্রীক নয়, ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা

ক. রাষ্ট্রপতি থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান।

খ. একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন।

গ. সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে।

ঘ. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং নির্বাহী প্রধান থাকবেন।

ঙ. বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশ থাকবে।

চ. জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে।

ছ. উপজেলা ভিত্তিক 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থা থাকবে।

আ) বাংলাদেশে (৯) নয়টি প্রদেশ গঠন

ক. প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত 'প্রাদেশিক পরিষদ' (provincial assembly) এবং 'প্রাদেশিক সরকার' (provincial government) থাকবে।

খ. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১৫০ (একশো পঞ্চাশ) জন থাকবে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি হিসেবে।

গ. প্রাদেশিক পরিষদে ১ (এক) জন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৭ (সাত) সদস্যের মন্ত্রিসভা থাকবে।

ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

১. একটি প্রদেশ অবশ্যই 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের নিয়ে গঠন করতে হবে।
২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সদস্যদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন'-এর ব্যবস্থা থাকবে।
ঙ. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষে' সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
চ. 'উপজেলা ব্যবস্থাকে' নির্বাচিত ও কার্যকর 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থায় রূপ দিতে হবে।
ছ. নির্বাচিত উপজেলা পরিষদে শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৫. অ) জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (National Economic Council-NEC) গঠন।

ক. সকল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্ম-পেশার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি নিয়ে ৯০০ (নয়শো) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-NEC গঠন করতে হবে।
খ. 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-এর বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাবে।
গ. জাতীয় পর্যায়ের যে কোনো আর্থিক পলিসি বিষয়ে NEC জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাতে পারবে।
ঘ. যে কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয় NEC-তে আলোচনা করতে হবে।
ঙ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কানেকটিভিটি (connectivity) অর্থাৎ ট্রান্সপোর্ট ইকোনমিকে (transport economy) কাজে লাগিয়ে একুশ শতকের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

আ) জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (National Security Council-NSC) গঠন।

ক. রাষ্ট্রপতির অধীনে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' (NSC) গঠিত হবে।
খ. প্রধানমন্ত্রী, এবং বিরোধীদলীয় নেতা সদস্য থাকবেন।
গ. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদস্য থাকবেন।
ঘ. তিন বাহিনী প্রধান (সেনা, নৌ ও বিমান) সদস্য থাকবেন।
ঙ. পুলিশ ও বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।
চ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সদস্য থাকবেন।
ছ. একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।
জ.একজন আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন।
ঝ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সদস্য থাকবেন।

ঞ.রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে (Political Technology) দক্ষ/বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য থাকবেন।

৬. অ) সাংবিধানিক আদালত (Constitutional Court) গঠন।

ক. সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট 'সাংবিধানিক আদালত' গঠিত হবে।

খ. সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত আরও ছয় (৬) জন বিচারপতি এই কমিটির সদস্য থাকবেন।

গ. সাংবিধানিক জটিলতা বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত'-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে।

আ) স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল (Supreme Judicial Council) গঠন।

ক. বিচার বিভাগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী 'বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল' গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

খ. বিচার বিভাগ পৃথক ও স্বাধীন থাকবে।

গ. প্রতিটি প্রদেশে হাইকোর্ট থাকবে।

ঘ. বিচার ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে।

ঙ. মানবাধিকার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ থাকবে।

চ. মাসদার হোসেন মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করা।

ছ. বিচারক নিয়োগের কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা।

জ. প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

ঝ. বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় স্থাপন করা।

ঞ. বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা

ট. ঔপনিবেশিক সকল আইন বাতিল পূর্বক স্বাধীন দেশের উপযোগী আইন প্রণয়ন করা ।

৭। সংবিধান, শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক সংস্কার

ক. সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।

খ. দুই টার্মের বেশী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন না করতে পারার বিধান প্রবর্তনকরণ।

গ. রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য (Checks and

Balances) নিশ্চিত করা।

ঘ. ন্যায়পাল নিয়োগের আইন করা।

ঙ. গণমাধ্যম ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কারে কমিশন গঠন করা।

চ. জাতীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়নের নীতিমালা প্রণয়ন করা।

ছ. বিনা চিকিৎসায় কোনো মৃত্যু নয়–এই নীতিমালার ভিত্তিতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রবর্তন করা।

জ. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন জরুরী ক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে 'স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন', 'শিক্ষা সংস্কার কমিশন', 'পরিবহন ও নিরাপদ সড়ক সংস্কার কমিশন', 'গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন' গঠন করা।

ঝ. সংঘাত, অনৈক্য ও বিভেদ নিরসনে 'জাতীয় সমঝোতা কমিশন' (National Reconciliation Commission) গঠন করা।

ঞ. প্রশাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কারে কমিশন গঠন করা হবে। বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনকে গণমুখী করার লক্ষ্যে শ্রম, কর্ম ও পেশার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হবে।

ট. পুলিশ কমিশন গঠন করা। কেবল আইন প্রয়োগকারী নয়, বরং মানুষের আশ্বাস, নিরাপত্তা ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে পুলিশ বাহিনীকে মানবিক রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম চালিকা শক্তি রূপে পুনর্গঠন করা হবে।

ঠ. দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার করা। দুর্নীতি নির্মূল শুধুমাত্র আইন বা প্রযুক্তিতে নয়–রাজনৈতিক সদিচ্ছা, ব্যক্তিগত সততা, বাস্তব জিরো টলারেন্স, রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে শাস্তি ও নাগরিকের আপসহীনতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা হবে।

ড. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ন্যায়ভিত্তিক ও বাধ্যতামূলক বৈশ্বিক উদ্যোগ গড়ে তোলা হবে।

১) অবিলম্বে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করে শতভাগ নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর নিশ্চিত করা হবে।

২) উন্নত দেশগুলো কর্তৃক জলবায়ু তহবিলের প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

৩) পরিবেশবিনাশী সকল উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করে পরিকল্পিত বনায়ন ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

৪) পরিবেশকে মুনাফার হাতিয়ার না করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও পরিবেশ সুরক্ষায় কাগুজে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

ঢ. তথ্য ও প্রযুক্তি খাত

১) দেশের প্রতিটি প্রান্তে উচ্চগতির ও সাশ্রয়ী ইন্টারনেট নিশ্চিত করা হবে।

২) শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রয়োগমুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর করা হবে।

৩) আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স ও সাইবার সিকিউরিটিসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৪) তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ ও দীর্ঘমেয়াদি কর মওকুফের সুবিধা দেওয়া হবে।

৫) সরকারি সকল সেবা ও তথ্যভাণ্ডার শতভাগ ডিজিটাল ও নিরাপদ করা হবে।

৬) ফ্রিল্যান্সারদের জন্য সহজ ব্যাংকিং ও আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে নিশ্চিত করা হবে।

ণ. নারীর ক্ষমতায়ন

১) রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর সম-অংশীদারিত্বের আইনি স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হবে।

২) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর বলিষ্ঠ ও অর্থবহ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

৩) প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে সংসদের উচ্চ-কক্ষে নারী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪) সংসদের নিম্নকক্ষে সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে ৫% থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ৩০% পর্যন্ত নারী সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

৫) প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৬) কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যহীন মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও উচ্চশিক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকার সহজ করা হবে এবং জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ত. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

১) দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিরক্ষা খাতকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করা হবে।

২) ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সকল সক্ষম যুবকের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করা হবে।

৩) নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তুলতে বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে।

৪) সাইবার যুদ্ধ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক যুদ্ধপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।

৫) প্রতিরক্ষা বাজেটের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৬) দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, পেশাদার ও সর্বদা প্রস্তুত প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

থ. নিরাপদ ও টেকসই জ্বালানি

১) জ্বালানি খাতে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার ঘটানো হবে।

২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সকল স্তরে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

৩) ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী সক্ষম যুবকদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জ্বালানি অবকাঠামো ও জাতীয় সম্পদ রক্ষায় 'সিভিল ডিফেন্স' হিসেবে সম্পৃক্ত করার নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৪) বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে।

৫) শিল্প ও কৃষিখাতে সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

দ) ধর্মীয় স্বাধীনতা

রাষ্ট্রকে কেবল একটি ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক সত্তা হিসেবে নয়, বরং একটি 'নৈতিক অভিভাবক' হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; যেখানে নাগরিকের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তার নিরাপত্তার পথে বাধা না হয়ে বরং রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যের অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হবে।

৮। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

ক. রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তি হতে হবে।

খ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।

গ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'নিম্নকক্ষ', 'উচ্চকক্ষ' এবং 'প্রাদেশিক পরিষদ'র সদস্যগণ ভোট দিবেন।

ঘ. জাতীয় সংসদের 'উভয় কক্ষ'র ঐকমত্যের ভিত্তিতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

ঙ. উপ-রাষ্ট্রপতি 'উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন।

৯. ক. বিদেশ নীতিঃ

১) পারস্পরিক স্বার্থ, সম-মর্যাদা ও কৌশলগত ভারসাম্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের নতুন বিদেশ নীতি প্রণয়ন করা হবে।

২) কোনো একক শক্তির ওপর নির্ভর না করে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে কৌশলগত দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

৩) বাংলাদেশকে সস্তা শ্রমের বাজার নয়, বরং আঞ্চলিক বিনিয়োগ ও উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৪) সকল দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি লাভক্ষতির ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে সম্পাদন করা হবে।

৫) কানেক্টিভিটি ও ট্রানজিট বিষয়ে বিনিময়মূলক নীতি অনুসরণ করে তিস্তার পানিবণ্টন, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস ও সীমান্ত নিরাপত্তার মতো জাতীয় স্বার্থ আদায় করা হবে।

৬) রোহিঙ্গা সংকটসহ জাতীয় নিরাপত্তা হুমকিতে কেবল মানবিক অবস্থান নয়, বরং জোরালো দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা হবে।

খ. সার্ক (SAARC)

সার্ক-এর আওতায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, ভারত (বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর, অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড), মিয়ানমারের দক্ষিণাঞ্চল এবং চীনের কুনমিং প্রদেশ নিয়ে উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করতে হবে। গোটা উপমহাদেশে এ ধরনের চারটি উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গড়ে উঠতে পারে।

১০.অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে।

১. সকল দরিদ্র নারী ও পুরুষের জন্য 'মাইক্রো ক্রেডিট' (micro-credit) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য আধুনিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কৃষিপণ্য ভিত্তিক (agro-food-industry) শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা এ যুগের প্রধান চাহিদা বিধায় সে অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রান্তিক কৃষকদের মৌসুমিফসল আবাদের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. প্রবাসীদের অর্থায়নে 'উপজেলা শিল্প এলাকা' এবং 'পৌর শিল্প এলাকা' গঠন করতে হবে। প্রতিটি শিল্প এলাকায় ৩০০/৫০০* কোটি টাকা (প্রত্যেক প্রবাসীর দুই/তিন/চার লক্ষ ডলার হিসেবে) বিনিয়োগ করে সাত/আট লক্ষ (৭,০০,০০০,০০*) কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভব। অনুমান করা যায় ১০* (দশ) লক্ষাধিক প্রবাসীর বিনিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে স্থানীয় বিনিয়োগ (পশ্চাৎ ও সম্মুখ), ফলে ৮/১০* (আট/দশ) বছরে ৫* (পাঁচ) কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব। [*মুদ্রাস্ফীতি ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেচ্য।]

৪. 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট'-এর অবকাঠামো তৈরির প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে 'মেগা সী-পোর্ট' (mega-sea port) নির্মাণ করা যেতে পারে। সুপরিকল্পিতভাবে দেশের অভ্যন্তরে 'সুপার হাইওয়ে' (Super highway) নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে পাতালরেল (underground rail), মেট্রো-রেল

(metro-rail) ও মনোরেল (mono-rail) স্থাপন করতে হবে।

৫. 'উপজেলা শিল্প এলাকা' এবং 'পৌর শিল্প এলাকা'-এর অবকাঠামো নির্মাণে 'যৌথভাবে' (joint venture) দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ।

৬. বহুজাতিক কর্পোরেশন-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য দেশের বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'সামাজিক ব্যবসা' (social business) স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. প্রতি নাগরিকের আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে ০২(দুই) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হবে। এই হিসেবে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতি পরিবারের জন্য বছরে কমপক্ষে ১০(দশ) লাখ টাকা আয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।

৮. যুব উন্নয়ন, বেকারত্ব নিরসন: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে শ্রমবাজারের চাহিদানুগ করা অপরিহার্য। কারিগরি শিক্ষা, আইটি এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যুব উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও পরামর্শ নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে গ্রামীণ কৃষি-শিল্পে বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের উপযোগী পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নই পারে যুবসমাজকে উৎপাদনশীল মানবসম্পদে রূপান্তর করতে।

৯. জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে শক্তিশালী, জবাবদিহিমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

ক) জাতীয় সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 'জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন ও তদারকি কাঠামো আইন, ২০২৬' প্রণয়ন করতে হবে।

খ) এই আইনের অধীনে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ (NCIA) গঠন করতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

উপরোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে তারা মার্কায় ভোট দিয়ে শাসন ব্যবস্থা রূপান্তরের সংগ্রামে শামিল হোন।

ধন্যবাদ।

আ স ম আবদুর রব
সভাপতি

শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন
সাধারণ সম্পাদক

গণভোটে
হ্যাঁ বলুন

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ও ‘তারা’ মার্কায় ভোট দিন শাসনব্যবস্থা বদল করুন

জেএসডি

প্রচার সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চৌধুরী রোমান কর্তৃক ৬৫, আবরার ফাহাদ এভিনিউ (৪র্থ তলা)
ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত, যোগাযোগঃ ০১৮৮০-৮৯৯৯৬৭
ই-মেইলঃ jsdoffice.1972@gmail.com, প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারী-২০২৬